বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির
৯৮তম ও ৯৯তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ০১ পৌষ ১৪২৩, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ,
ও উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি আয়োজিত ৯৮ ও ৯৯তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা। সাফল্যের সঙ্গে এই কোর্স সম্পন্ন করার জন্য আমি প্রশিক্ষণার্থীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সাহসী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে জাতি। তিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। দিয়েছেন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ।

আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাচ্ছি আমার সালাম।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এজন্য আমরা প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মান বৃদ্ধি করতে সরকার কাজ করছে।

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য আইন ও প্রশাসন কোর্স একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ। এ কোর্সের মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ সরকারি দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। আমি বিশ্বাস করি, এ প্রশিক্ষণ কোর্স আপনাদের সরকারি দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে।

প্রিয় কমকর্তাবৃন্দ,

জাতির পিতার নেতৃত্বে ২৪ বছর পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ সংগ্রাম করেছে। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের আপনারা কর্মকর্তা। একবার ভাবুনতো, দেশ যদি স্বাধীন না হত, তাহলে ক'জন আজকে আপনারা সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারতেন?

পাকিস্তানি আমলে বেসামরিক-সামরিক চাকুরিতে বৈষম্য ছিল ভয়াবহ। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের সিনিয়র গেজেটেড পদে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৬৯২ জন। আর বাঙালি ছিল মাত্র ৪ জন। বাঙালিদের কেউই সচিব ছিলেন না। সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন জয়েন্ট সেক্রেটারি। তাও সংখ্যায় মাত্র ৮ জন।

স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য ছিল এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। এ লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে হাত দেন। তখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূন্য। রাস্ত-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বন্ধ। বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছরে সেই ধ্বংসস্তুপ থেকে তুলে এনে দেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন।

কিন্তু '৭৫ এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলে থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা। শুরু হয় লুটপাট আর সন্ত্রাসের রাজত্ব।

সুধিবৃন্দ,

দীর্ঘ ২১ বছর পর আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশের উন্নয়ন কাজে মনোনিবেশ করি। খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশকে আমরা খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত করি। শিক্ষার হার, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ প্রতিটি খাতে আমরা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হই। কিন্তু দুর্ভাগ্য ২০০১ থেকে বিএনপি জামাত জোট সরকার দেশকে আবার পিছনের দিকে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশকে আবার খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করে।

জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠনের পর গত আট বছরে আমরা বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছি। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তের দেশে উন্নীত হয়েছি। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। আমাদের প্রবৃদ্ধি এখন ৭.১১ ভাগে উন্নীত হয়েছে। আমাদের রিজার্ভ ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

আমাদের সরকার দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। একটি উন্নত ও আধুনিক দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের আগে অতীতে অন্য কেউ এই যুগান্তকারী প্রকল্পগুলোর কথা ভাবেনি।

সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতুর ৪০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আমাদের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

প্রিয় কমকর্তাবৃন্দ,

প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে আজ ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ ২০টি মন্ত্রণালয়, ৪টি অধিদপ্তর, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ৭টি বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে আমরা ইলেক্ট্রনিক ফাইলিং সিস্টেম চালু করেছি। এ কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আপনারাই নেতৃত্ব দিয়েছেন।

সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি 'ডিজিটাল সেন্টার' স্থাপনে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। ২৫ হাজারেরও বেশি ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' বাস্তবায়নে আপনারা ভূমিকা রেখেছেন।

প্রশাসনকে গতানুগতিক ধারা থেকে বের করে আনার উদ্যোগ নিয়েছি আমরা। আমাদের লক্ষ্য মানুষের সেবা করা। সেটা যত সহজে এবং যত কম খরচে করা যায় ততই ভালো। এজন্য প্রশাসনের মাঠ এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গড়ে তোলা হয়েছে ইনোভেশন টিম। এ টিম জনগণকে স্বল্প সময়ে, কম ব্যয়ে এবং বিনা ভোগান্তিতে সেবা প্রদানের কৌশল উদ্ভাবনের কাজ করছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে a2i থেকে প্রদান করা হচ্ছে ইনোভেশন ফান্ড।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

প্রজাতন্ত্রের কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারিদের দক্ষতা ও উদ্বাবনী কাজের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করতে আমরা 'জনপ্রশাসন পদক' প্রদান করছি। গত জুলাই মাসে ২০১৫ সালের জন্য ৩০জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পদক প্রদান করা হয়।

যথাসময়ে আপনাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি। গত মাসে উপসচিব, যুগ্ম-সচিব এবং অতিরিক্ত সচিব পদে ৫৩৫ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত সচিব পদে ১২০জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ৯৮৫ জন, যুগ্ম-সচিব পদে ১ হাজার ৮৫৭ জন এবং উপ-সচিব পদে ১ হাজার ৯১৬ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এত অধিক সংখ্যক পদোন্নতি অন্য কোন সরকারের সময় দেওয়া হয়নি।

আমরা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বাড়িয়েছি। আমরা বাংলা নববর্ষ উৎসব ভাতা চালু করেছি। বেতন-ভাতার নিরীখে সরকারি চাকুরি এখন অনেক আকর্ষণীয় হয়েছে। মেধাবী ছেলেমেয়েরা এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন।

আমাদের সরকার জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট। আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছি। আমাদের কর্মকর্তারা এখন হার্ভার্ড কেনেডি স্কুল এবং ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন।

আগামীতে এ ধরণের সুযোগ আরও বাড়বে। আপনারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবেন। সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তাগণ যেন আধুনিক প্রশিক্ষণ পান সে ব্যাপারে আমাদের সরকার অত্যন্ত আন্তরিক।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে আপনাদের মত নবীন কর্মকর্তাদেরকে দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করতে হবে। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আজকে শেষ হলেও প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ আপনাদের থাকতে হবে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে নিজেকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসনের প্রতি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও সচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। আপনাদের সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। সেবার নতুন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনারা জনগণের সেবক।

পবিত্র সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ''সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য''।

আমরা এমডিজি'তে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করেছি। আমরা এখন এসডিজি অর্জনে কাজ করছি। এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একজন মুখ্য সমন্বয়ক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সকলের প্রচেষ্টায় আমরা এসডিজি অর্জনেও সফল হব।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে আপনাদের নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হবে। গ্রামের মানুষের সমস্যা-সম্ভাবনাগুলোকে আপনাদের অনুধাবন করতে হবে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ এখনও গ্রামে বসবাস করেন। কাজেই গ্রামকে বাদ দিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অশিক্ষা-কুশিক্ষার কারণে আমাদের গ্রামগুলো এখনও নানা সমস্যায় জর্জরিত। আপনাদের অত্যন্ত মানবিক হয়ে তাঁদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে কাজ করতে হবে।

জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সরকারি কর্মচারি ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে বলেছিলেন, ''সরকারি কর্মচারি ভাইয়েরা, আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এখন থেকে অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করে নিজেদের জনগণের খাদেম বলে বিবেচনা করতে হবে।''

আমি আশা করি, এ উক্তির মর্মার্থ উপলব্ধি করে আপনারা দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবেন।

আসুন, আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশকে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদমুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলি, যাতে আগামী প্রজন্ম সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...